দৃষ্টি সংযত রাখুন

শাইখুল ইসলাম
মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানী দা. বা.

দৃষ্টি সংযত রাখুন

মূল
শাইখুল ইসলাম
মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি দা. বা.

অনুবাদ ও সংকলন
মুহাম্মাদ ইমদাদুল্লাহ
দাওরা ও ইফতা
মাদরাসা বাইতুল উলূম, ঢালকানগর, গেন্ডারিয়া
ইমাম-খতিব
এবাদিল্লাহ মসজিদ, আদমজী, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আরাফ
ইসলামী টাওয়ার দ্বিতীয় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০

অর্পণ

শিক্ষকতার এই চার বছরে আমার কাছে যত তালিবুল ইলম বিভিন্ন বই পড়েছেন, এখনও পড়ছেন—সকলের দ্বীনি ও দাওয়াহমূলক কর্মমুখর ভবিষ্যৎ কামনায়। আমাকে-সহ সকলকে যেন আল্লাহ তাআলা সুমহান দ্বীন, ইসলামের জন্য কবুল করেন। একজন দাঈর প্রয়োজনীয় সুন্নাহসম্মত বৈশিষ্ট্যগুলোর সাজে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা সজ্জিত হওয়ার তাওফিক দান করেন। আমিন।

আবু উমামা
অনুবাদক, সংকলক

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

দৃষ্টি হেফাজত সংক্রান্ত কুরআন-সুন্নাহর বর্ণনা এবং সালাফের বক্তব্য ১৩
প্রথম পরিচ্ছেদ : কুরআনের আয়াত ১৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হাদিসের বর্ণনা ১৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সালাফের বক্তব্য ২৩
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : জালিম-পাপাচারীদের দিকে তাকানো ৩০
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : কুদৃষ্টির বিধান ৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়

চোখ আল্লাহ প্রদত্ত অনেক বড় নেয়ামত ৩৬
অবৈধ পন্থা থেকে বাঁচার পরিবেশ ৩৭
দৃষ্টিশক্তি অনেক বড় নেয়ামত ৩৮
চোখের যিনা ৩৮
দৃষ্টি সংযত থাকলে, লজ্জাস্থানও সংরক্ষিত থাকবে ৩৯
মুশরিকদের একটি দুর্গ অবরোধ ৩৯
শয়তানের চতুর্মুখী আক্রমণ ৪২
কুদৃষ্টির গুনাহ ব্যাপক হওয়ার কারণ ৪৪
কুদৃষ্টির মহামারি থেকে পরিত্রাণের উপায় ৪৪

তৃতীয় অধ্যায়

দৃষ্টি অবনত রাখা ৪৮
পাশ্চাত্য সভ্যতা ৪৮
পশ্চিমাবিশ্বের অবস্থা ৪৯

সীমালঙ্ঘনের পরিণাম ৫০
প্রথম প্রহরী : দৃষ্টির হেফাজত ৫০
দৃষ্টি সংযত রাখা এখন অনেক কঠিন ৫২
চোখের মণি এক আশ্চর্য সৃষ্টি ৫৩
চোখের যত্নের কুদরতি পদ্ধতি ৫৪
চোখের উপর শুধু দুটো নিষেধাজ্ঞা ৫৪
দৃষ্টিশক্তি হেফাজত করার পদ্ধতি ৫৭

চতুর্থ অধ্যায়

কুদৃষ্টি এক ধ্বংসাত্মক ব্যাধি ৬০
কুদৃষ্টি কী? ৬০
তিক্ত বিষাক্ত এই ঢোক পান করতেই হবে ৬১
আরবদের গাওয়া ৬২
চোখ বড় নেয়ামত ৬৩
চোখের সঠিক ব্যবহার ৬৩
কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার উপায় ৬৪
পুরো জীবনের ভিডিয়ো ৬৫
অন্তরের ঝোঁক গুনাহ না ৬৬
নারীর কল্পনা করে সুখ নেওয়াও হারাম ৬৭
নজর হেফাজতের কষ্ট তো সহজ ৬৮
হিম্মত করতে হবে ৬৮
করণীয় দুটি কাজ ৬৯
নবি ইউসুফের আদর্শ অবলম্বন কর ৬৯
ইউনুস আলাইহিস সালামের পন্থা অবলম্বন কর ৭০
দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে দুআ ৭১
দুআর পরও যদি গুনাহ হয় ৭২
সব ধরনের গুনাহ থেকে বাঁচার উপায় ৭৩

প্রথম অধ্যায় :

দৃষ্টি হেফাজত সংক্রান্ত কুরআন-সুন্নাহর বর্ণনা এবং সালাফের বক্তব্য

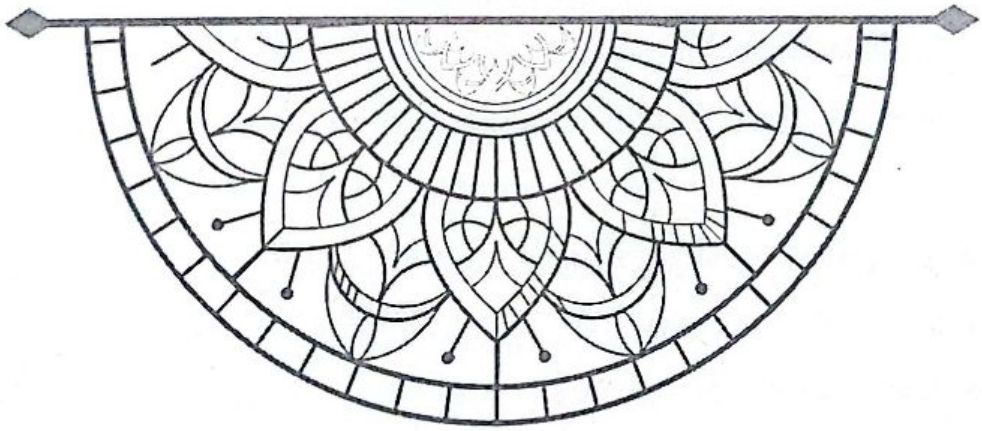

প্রথম পরিচ্ছেদ : কুরআনের আয়াত

কুরআন মাজিদের বর্ণনা অনুযায়ী চোখ আল্লাহর অন্যতম নেয়ামত। সুরা আল-বালাদে আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ﴾

'আমি কি তাকে দুটি চোখ দিইনি।' (আয়াত নং : ৮)

কুরআনে অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এই নেয়ামাতের বিষয়ে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে।

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

'নিশ্চয় কান, চোখ এবং অন্তর এসব বিষয়ে তারা জিজ্ঞাসিত হবে।' (সুরা ইসরা, আয়াত নং : ৩৬)

আল্লাহ প্রদত্ত এই নেয়ামাতের শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা হলো, অবৈধ বস্তু থেকে সেটাকে বিরত রাখা। এগুলো আমাদের কাছে আল্লাহর দেওয়া আমানত। অবৈধ জায়গায় দৃষ্টি দেওয়ার অর্থ হলো, এই আমানতের খেয়ানত করা। ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

مِنْ تَضْيِيعِ الأَمَانَاتِ النَّظْرُ فِي الدُّوَرِ وَالحُجَرَاتِ

'আমানত বিনষ্ট করার একটি ক্ষেত্র হলো— কারো ঘর ও রুমের মধ্যে দৃষ্টিপাত করা।'[৪]

---

[৪] ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া কৃত 'আল-ওরা'; বর্ণনা নং : ৭১; পৃষ্ঠা : ১০১

এবার দৃষ্টি সংযত রাখা সংক্রান্ত আমরা কুরআনের কিছু নির্দেশনা দেখব।

১.

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾

'তিনি চোখের খেয়ানত জানেন। আর অন্তর যা গোপন রাখে, তাও তিনি জানেন।' (সুরা গাফির, আয়াত : ১৯)

এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কয়েকজন লোকের পাশ দিয়ে একজন নারী অতিক্রম করছিল। সেই পুরুষদের মধ্যে একজন অন্যদের সামনে ভাব নিচ্ছে যে, সে অতিক্রমকারী নারী থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখছে। কিন্তু অন্যরা একটু উদাসীন হলেই সে ওই মহিলার দিকে তাকায়। যখন সে বুঝতে পারে, অন্যরা দেখে ফেলবে, তখনই আবার দৃষ্টি নামিয়ে নেয়। আল্লাহ তাআলা তো তার অন্তরের খবর জানেন যে, সে মহিলার দিকে তাকাতে চায়।[৫]

জুলফিকার আহমদ নকশবন্দি দামাত বারাকাতুহুম বলেন,
এই আয়াতে কুদৃষ্টি গুনাহ হওয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু এই গুনাহের শাস্তির কথা বলা হয়নি। শাস্তি অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। উদ্দেশ্য, প্রত্যেককে তার অবস্থা অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে। কাউকে কঠিন শাস্তি আর কাউকে কিছুটা সহজ। যত বড় নির্লজ্জ, তত বড় সাজা।[৬]

২. আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾

'মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য উৎকৃষ্ট। তারা যা কিছু করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। এবং মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে...।' (সুরা নুর, আয়াত: ৩০-৩১)

---

[৫] যাম্মুল হাওয়া, ইমাম ইবনুল জাওযি কৃত। পৃষ্ঠা : ৬২
[৬] বদ-নজরি, পৃষ্ঠা : ২২

ইবনু কাসির রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

'এটা আল্লাহর আদেশ স্বীয় মুমিন বান্দাদের প্রতি। তারা যেন আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু থেকে নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে। আল্লাহ তাআলা যেসব দেখা বৈধ করেছেন, কেবল সেসব-ই যেন তারা দেখে। অনিচ্ছায় কোনো নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি যদি দৃষ্টি পড়ে যায়, তাহলে দ্রুত যেন দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। যেমনটি বর্ণিত আছে সহিহ মুসলিমে, সাহাবি জারির বিন আব্দুল্লাহ বাজালি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে। তিনি বলেন, আমি হঠাৎ দৃষ্টি চলে যাওয়া সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন তিনি আমাকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার আদেশ করেছেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি আমাকে জমিনের দিকে তাকাতে আদেশ করেছেন।'[৭]

জুলফিকার আহমাদ নকশবন্দি দামাত বারাকাতুহুম বলেন,

'এই আয়াতটি মুমিনদের জন্য একটি পরিপূর্ণ নির্দেশিকা। মুফাসসিরগণ লিখেছেন, এই আয়াতে একসঙ্গে তিনটি দিক দেখানো হয়েছে। ১. শিষ্টাচার। ২. সতর্কতা। ৩. ধমক।

১. আয়াতের শুরু অংশে শিষ্টাচারের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মুমিনদেরকে এই আদব শেখানো হয়েছে, তারা যেন ওই সকল বস্তু থেকে দৃষ্টি অবনত রাখে, যেগুলোর দিকে তাকানো জায়েজ নেই। আর নিজের মালিকের আদেশ প্রতিপালন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বান্দার পরম সৌন্দর্য।

২. 'এটা তাদের জন্য উৎকৃষ্ট' বলে বান্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাকে সতর্ক করা হয়েছে, দৃষ্টি সংযত রাখলে অন্তরে পবিত্রতা জন্ম নেবে। গুনাহের কুমন্ত্রণা সৃষ্টি-ই হবে না। এতে তাদের লাভ; ইবাদতের মধ্যে একাগ্রতা তৈরি হবে। আত্মিক, শয়তানি ও প্রবৃত্তিগত ওয়াসওয়াসা থেকে পরিত্রাণ পাবে। পক্ষান্তরে এই নির্দেশনা মেনে না চললে, অন্তরের শান্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। অন্তরে হতাশার তুফান বয়ে বেড়াবে। আর ফিতনায় নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা হয়ে যাবে অনেক সুদৃঢ়।

---

[৭] তাফসিরু ইবনি কাসির : ৫/৩৩২-৩৩৩